অর্থাৎ সেই গ্রামাধ্যক্ষপুত্রের প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া সেই ভক্ত ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন—হে যুবক! আমরা শ্রীভগবানের একান্তী ভক্ত বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত। একমাত্র তুরীয়স্বরূপ শ্রীহরিই বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধরূপে যদি আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়েন অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ দর্শন করিলে আমরা পূজা করিয়া থাকি। কিন্তু অন্য কোন দেবতাকে আমরা পূজা করি না। অতএব, তুমি সত্বর এখান হইতে যাও। তৎপরে সেই ভক্ত ব্রাহ্মণ কিছুতেই শিবপূজা করিতে সম্মত না হইলে, সেই গ্রামাধ্যক্ষপুত্র ব্রাহ্মণের মস্তকচ্ছেদনের জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিল। তৎপরে সেই ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়া ভাবিলেন—এই যুবকের হাতে মৃত্যু হওয়া প্রার্থনীয় নয়; এ সঙ্কটে কি করা যায়! এই প্রকার অনেক বিচার করিয়া বলিলেন—আচ্ছা, আমি যাইতেছি। তৎপরে সেই শিবলিঙ্গের নিকট যাইয়া মনে মনে এই বিচার করিয়াছিলেন—এই শিব প্রলয়হেতু তমোগুণবর্দ্ধক বলিয়া তমোভাবাপন্ন আর শ্রীনৃসিংহদেবও তামস দৈত্যগণকে বিদীর্ণ করেন বলিয়া তমোগুণভজনকারী হেতু তমোগুণনাশের জন্য তমোরাশিনাশক সূর্য্যের তামস দৈত্যগণের ভিতর উদিত হইয়া থাকেন। এই গ্রামাধ্যক্ষপুত্র দৈত্যমধ্যে পরিগণিত; অতএব শিবাকার অধিষ্ঠানেও শিব উপাসক এই সকল দুষ্টগণের দুষ্টভাব বিনাশের জন্য শ্রীনৃসিংহদেবকে পূজা করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া "শ্রীনৃসিংহায় নমঃ" বলিয়া যখন পুষ্পাঞ্জলী গ্রহণ করিয়াছেন, তখন গ্রামাধ্যক্ষপুত্র পুনর্ব্বার ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের মস্তকচ্ছেদনের জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিল। অকস্মাৎ সেই শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন এবং সেই গ্রামাধ্যক্ষপুত্রকে সপরিকরে বিনাশ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি দক্ষিণদিকে অতি প্রসিদ্ধ লিঙ্গস্ফোট নামে শ্রীনৃসিংহদেব বিদ্যমান আছেন। অতএব অনন্যভক্তগণ শ্রীশিবকেও চৈতন্যরূপেই সম্মান করিয়া থাকেন। অথবা কোন কোন ঐকান্তিক ভক্ত কখনও শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠান রূপেই শ্রীশিবকে পূজা করেন। সেইজন্য আদি বরাহপুরাণে উক্ত আছে—

জন্মান্তরসহস্রেষু সমারাধ্য বৃষধ্বজম্।
বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ে সতি॥

অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র সহস্র জন্ম বৃষধ্বজ মহাদেবকে সম্যক্ আরাধনা করিয়া সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করিয়া থাকে। অতএব, শ্রীনৃসিংহতাপনী শ্রুতিতে শ্রীনৃসিংহ ও শিবভক্তির বহুল পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—অনুপনীত একশত ব্রাহ্মণবালক একটি উপনীত